এইডস সম্পর্কে জানুন ৩
এইডস ও ধর্মীয় অনুশাসন ৪
সিফিলিস ও গণোরিয়া ৬

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৫ সংখ্যা ৩ পৌষ ১৪০৩

দীপ্তির নতুন ইতিহাস

শামীম আহমেদ, জেবুননেছা রহমান, রুমানা সাইফী

মেয়েটির নাম দীপ্তি। বিশ বছর বয়সে দীপ্তির বিয়ে হয় মীরসরাই থানার জনার্দনপুর গ্রামের মনোরঞ্জন দাশের সঙ্গে। বেশ সুখে ও আনন্দে কাটছিলো দীপ্তির নতুন সংসার, কিন্তু এই সুখের আকাশে কালো মেঘের ছায়া দেখা দিলো যখন এক বছর পর দীপ্তি একটি আট মাসের মৃত সন্তান জন্ম দিলো।

সন্তান লাভের তৃপ্তিতে হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তি

শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ভাবলো অশুভ ছায়ার নজর পড়েছে দীপ্তির ওপর। অশুভ ছায়ার নজর তাড়াতে চেষ্টা করলো তারা বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে, কিন্তু পরপর দু'টি গর্ভপাতের পর অশুভ ছায়ার সঙ্গে 'অপয়া' নামটিও যুক্ত হলো দীপ্তির নামের সাথে। দীপ্তি যখন তৃতীয়বারের মত গর্ভবতী হলো, পারিবারিক অনুশাসনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে দীপ্তি গেলো নিকটবর্তী ফাতেমা ক্লিনিক নামের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে। সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মী তাকে গর্ভকালীন নিয়মিত পরীক্ষা ও প্রতিষেধক টিকার জন্য আসার পরামর্শ দিলেন। ভীরু দীপ্তি তিনবারের বেশি সেই ক্লিনিকে যেতে সাহস করলো না।

স্বামীর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গ্রাম্য পুরুষজনদের পরামর্শমত প্রশিক্ষণহীন গ্রাম্য ধাত্রীকে আনা হলো দীপ্তির প্রসব বেদনার সময়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধাত্রী তাকে প্রসব করানোর জন্য বিভিন্ন রকম ঝাড়ফুঁক ও তদবির করলো, কিন্তু এদিকে দীপ্তির রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। উপায় না দেখে ধাত্রী দীপ্তির প্রসব তাড়াতাড়ি করানোর উদ্দেশ্যে গ্রাম্য ডাক্তারকে ডেকে আনলো। অনভিজ্ঞ গ্রাম্য ডাক্তার এসে ঔষধপত্র দিয়ে দীপ্তিকে বিপদমুক্ত করার বৃথা চেষ্টা চালালো, কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে নিস্তেজ হয়ে আসলো দীপ্তি এবং তার

(৩য় পাতায় দেখুন)

এইডস নিয়ে ভাবনা

মোঃ নাজমুল আলম

সাম্প্রতিক কালে এইডস রোগ (Acquired Immune Deficiency Syndrome) চিকিৎসা বিজ্ঞান তথা মানব সভ্যতাকে সর্বাপেক্ষা জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে জড়িত ব্যক্তি মাত্রই এ-রোগ ব্যাপকভাবে এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন। ইতোপূর্বে যতগুলো রোগ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিলো (Pandemic) যেমন: ম্যালেরিয়া, যক্ষা, প্লেগ, ইত্যাদি, এদের মধ্যে AIDS বিশ্ব বিবেককে সর্বাধিক নাড়া দিয়েছে।

ইতিহাস

সর্বপ্রথম ১৯৮১ সালে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো জেনারেল হাসপাতালে কিছু যুবকের মধ্যে বিশেষ ধরনের নিউমোনিয়া নিমোসিসটিস কেরিনী (Pneumocystis Carinii) এবং ক্যাপোসিস সারকোমা রোগ দেখা যায়। চিকিৎসকগণ এ-রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ভাইরাসঘটিত প্রতিরোধ অক্ষমতাকে (Immune deficiency) দায়ী করেন। অতপর ১৯৮৩ সালে সর্বপ্রথম ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা AIDS-এর জন্য দায়ী HIV (Human Immune Virus) সনাক্ত করতে সক্ষম হন।

এইডস হলে কী হয়

এইডস-এর জন্য দায়ী HIV-ভাইরাস কোনো ব্যক্তির রক্তে প্রবেশ করে দেহের রোগ প্রতিরোধে নিয়োজিত T_4 কোষগুলিকে আক্রান্ত

১লা ডিসেম্বর ১৯৯৬ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিলো : এক বিশ্ব এক আশা।

এইডস সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সংলাপ-এর এ সংখ্যা এইডস বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হলো।

—সম্পাদক

করে। ভাইরাস তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ কোষগুলিকে ধ্বংস করে; ফলে এদের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এতে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সাধারণ কোনো জীবাণুর আক্রমণেও আক্রান্ত ব্যক্তির জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। HIV-ভাইরাসের আক্রমণ এবং রোগের লক্ষণ প্রকাশের সময়সীমা ক্ষেত্রবিশেষে দুই সপ্তাহ থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত হতে পারে। এইডস-আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণত যেসমস্ত রোগে ভোগে তার মধ্যে রয়েছে সারা শরীরে গ্রন্থি ফুলে-যাওয়া (Generalized Lymphadenopathy, চুলকানি, চামড়ায় ক্ষত, ফুসকুড়ি, হারপিস জোস্টার, মুখে ছত্রাকের আক্রমণ ও বিভিন্ন স্নায়বিক রোগ।

এ-রোগের ভয়াবহতার অন্যতম কারণ এই যে, এর বিরুদ্ধে এখনো প্রয়োজনীয় প্রতিরোধক বা প্রতিষেধক আবিস্কার করা সম্ভব হয়নি। যদিও কিছু কিছু ঔষধ আবিস্কৃত হয়েছে, যেমন Azydothymidene (AZT) এবং কিছু Protease Inhibitor ড্রাগ, এগুলো দেহে HIV-ভাইরাসের বৃদ্ধিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলেও পুরোপুরি নির্মূল করতে পারে না। এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকা (Vaccine) আবিস্কারের অন্যতম অন্তরায় এর জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায় এবং Genetic পদার্থের পরিবর্তনশীলতা (Heterogeniety).

এইডস কিভাবে ছড়ায়

১. যৌন সংসর্গ (Sexual contact)

২. রক্ত পরিসঞ্চালন (Blood transfusion)

৩. অবিশুদ্ধ (unsterile) সিরিঞ্জ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার

৪. মা থেকে গর্ভজাত শিশুতে (Perinatal transmission)

তবে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর-নিঃসৃত রস, যেমন চোখের পানি, ঘাম, বিশেষ করে বুকের দুধে HIV-ভাইরাসের অস্তিত্ব নিরূপণ করা গেলেও এসব উৎস থেকে রোগ ছড়ানোর সন্দেহাতীত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের AIDS আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সর্বাধিক :

১. যারা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত

২. হিমোফিলিয়াক (Haemophiliac) রোগী—যাদের ঘনঘন রক্তের প্রয়োজন।

৩. AIDS-আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও নমুনা (Sample) পরীক্ষাকারী।

৪. যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে।

এইডস ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশে HIV-আক্রান্ত ব্যক্তির সঠিক সংখ্যা নিরূপণের জন্য এখনো কোনো সুনির্দিষ্ট (Clinical and laboratory based) সমীক্ষা

এইডস সমস্যা এই জলমগ্ন মহিষটির মতো। চোখে যা দেখা যায়, বিষয়টি এর চেয়েও অনেক বড়!

হয়নি, তবে সরকারি হিসাব মতে ৯ জন এইডস রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের বেশিরভাগ মধ্যপ্রাচ্য বা অন্য কোনো দেশে কাজ করত। তবে HIV-পজিটিভ ব্যক্তির সংখ্যা ৬৪ জন। যা হোক, বাংলাদেশ কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়; যেখানে পাশের দেশ ভারত ও মায়ানমারে AIDS রোগীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে আমরা বিষয়ে সময়মত দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে AIDS প্রতিরোধে উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারি।

সম্প্রতি সরকারের পাশাপাশি এনজিওসমূহ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন।

এইডস প্রতিরোধের উপায়

এইডস প্রতিরোধে প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো: এ-রোগ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যমসমূহ এ-বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচার থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে একই সিরিঞ্জ বারবার ব্যবহার না করে সম্ভব হলে disposable সিরিঞ্জ ব্যবহার করা উচিত।

৩. হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে মুমূর্ষু রোগীদের রক্ত সঞ্চালনের পূর্বে ব্যবহৃত রক্তের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলো পরীক্ষা, যেমন HIV, HbsAg, VDRL/RPR সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা উচিত।

৪. জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে কনডম ব্যবহারকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা উচিত। কারণ এ-পদ্ধতিতে AIDS ছাড়াও অন্যান্য যৌনরোগ, যেমন: সিফিলিস, গণোরিয়া, Chancroid, ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। এ-প্রসঙ্গে থাইল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। দেশটি কথিত অবাধ যৌনাচারের স্বর্গরাজ্য সত্ত্বেও শতকরা একশত ভাগ কনডম ব্যবহারকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিয়ে নিজেদের এইডস মহামারী থেকে মুক্ত রাখতে পারছে।

এইডস সম্পর্কে জানুন এবং অন্যদেরকে জানাতে চেষ্টা করুন

মোঃ মেহরাব আলী খান

এইডস একটি মারাত্মক এবং দুরারোগ্য ব্যাধি। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য।

এইডস কী এবং কিভাবে ক্ষতি করে

- এইচআইভি (HIV) ভাইরাসের আক্রমণের ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে। ফলে শরীরের জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়।
- আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও এ-রোগের কোনো চিকিৎসা আবিস্কৃত হয়নি।
- এই রোগের সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য পুরুষ, মহিলা ও শিশু মৃত্যু বরণ করছে।
- বাংলাদেশেও এইডস রোগের লক্ষণ দেখা গেছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন মৃত্যু বরণ করেছে।
- এইডস-এর হাত থেকে বাঁচতে হলে এ-রোগ সম্পর্কে নিজে সচেতন হউন এবং অন্যকেও সচেতন করতে সাহায্য করুন

এইডস কিভাবে সংক্রামিত হয়ে থাকে

- এ-রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলনের মাধ্যমে
- এ-রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত অন্য কারো শরীরে গেলে
- এ-রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত ইনজেকশনের সূঁচ পুনরায় অন্য কারো জন্যে ব্যবহার করলে
- এ-রোগে আক্রান্ত মা থেকে তার গর্ভের সন্তান আক্রান্ত হয়ে থাকে
- সিফিলিস, গণোরিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের এইডস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

এইডস সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভীতিগুলো দূর করা উচিত

- এইডস রোগীর সংগে দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম করলে এইডস হওয়ার সম্ভাবনা নেই
- এইডস রোগীর থালাবাসন ব্যবহার করলে এইডস হওয়ার সম্ভাবনা নেই
- এইডস রোগীকে স্পর্শ বা এইডস রোগীর সংগে কোলাকুলি করলে এইডস হওয়ার সম্ভাবনা নেই
- একই টয়লেট ব্যবহার করলে বা এইডস রোগীর বসার জায়গায় বসলে এইডস হওয়ার সম্ভাবনা নেই
- মশা বা অন্য কোনো পোকামাকড়ের কামড়ের মাধ্যমে এইডস ছড়ায় না

মহিলাদের এইডস সম্পর্কে বেশি সচেতন হওয়া দরকার

- অনেক মহিলা প্রজননতন্ত্রের লক্ষণবিহীন যৌনরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, যার ফলে মহিলাদের এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি
- প্রজননতন্ত্রের সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে যৌনরোগ থেকে নিরাপদ থাকা উচিত

এইডস প্রতিরোধ করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়ে সচেতন হউন

- ঝুঁকিপুর্ণ যৌনমিলন বর্জন করুন
- যৌনমিলনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন
- যৌনমিলনে একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী বেছে নিন
- যৌনমিলনের সময়ে কনডম ব্যবহার করুন
- রক্তের প্রয়োজন হলে উপযুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে রক্ত গ্রহণ করুন
- জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ ও সূঁচ ব্যবহার করুন
- প্রজননতন্ত্র বা যৌন-সংক্রান্ত সমস্যায় ডাক্তারের উপযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করুন
- পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করুন

দীপ্তির ইতিহাস

(১ম পাতার পর)

গর্ভের সন্তান। নিরুপায় হয়ে দীপ্তির স্বামী ও শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা তাকে থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। বাইরে তুমুল বৃষ্টিপাতে রাস্তা-ঘাট সব ডুবে যাওয়ায় একটি বাঁশের মাচায় করে দীপ্তিকে নিয়ে আসা হলো নিকটস্থ থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, মীরসরাইয়ের মস্তাননগরে, ২১ জুন রাত ৮টায়। মস্তান নগরে অবস্থিত মীরসরাই থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার দীপ্তির পূর্ববর্তী গর্ভের ইতিহাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর জানালেন যে, শারীরিক কাঠামোগত ত্রুটির জন্য দীপ্তির স্বাভাবিক প্রসব সম্ভব নয়। দীপ্তিকে প্রসবে সাহায্য করার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন।

প্রথমে তার স্বামী ও আত্মীয়-স্বজন তার অপারেশন করনোর অনুমতি দিতে খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগলো, কিন্তু অস্ত্রোপচার ছাড়া দীপ্তির গর্ভের সন্তান বাঁচানো সম্ভব নয় জানানোর পর তারা অপারেশনে রাজি হলো। অবশেষে সকল অশুভ ছায়াকে কটাক্ষ করে, সব কুসংস্কারের মুখে ছাই দিয়ে ২২ জুন ১৯৯৬ সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দীপ্তি জন্ম দিলো স্বাস্থ্যবান সুন্দর পুত্র সন্তান। উন্মোচিত হলো থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রসব করানোর এক নতুন দিগন্ত।

বাংলাদেশের এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, এদেশে প্রতিবছর প্রায় ৪০ লাখ মহিলা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভ ও প্রসবজনিত জটিলতার কারণে প্রতিবছর প্রায় ২৮,০০০ হাজার মহিলা মৃত্যুবরণ করে। আমাদের দেশে প্রসবজনিত কারণে প্রতি এক হাজার শিশুর জন্মের সময়ে ৫.৫ জন মা মারা যান — যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। মায়েদের মৃত্যুর প্রধান কারণসমূহ হলো: রক্তক্ষরণ, একলামশিয়া (Eclampsia), সংক্রমণ (Infection), গর্ভপাত (Abortion) ও দীর্ঘায়িত প্রসব (Prolonged labour)। পরিসংখ্যানে আরো দেখা গিয়েছে, সব গর্ভবতী মহিলাই যেকোনো গর্ভ ও প্রসবকলীন ঝুঁকিতে পতিত হতে পারে এবং জরুরী প্রসূতিসেবা কর্মসুচির মাধ্যমে মায়ের মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব। এসব

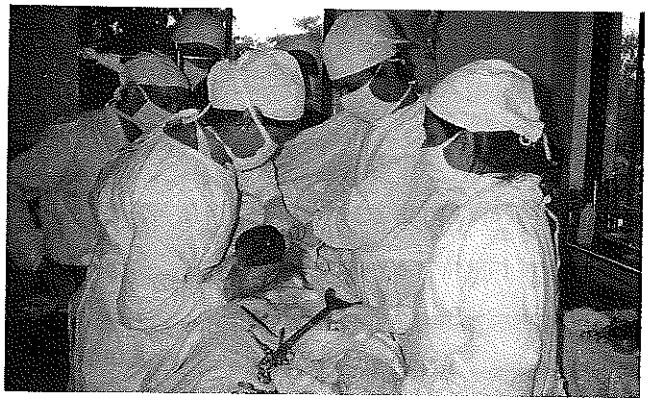

দীপ্তির সিজারিয়ান চলছে

অস্বাভাবিক মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা যেতে পারে দু'ভাবে :

১. প্রসবের সময় নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে

২. প্রসবকালীন সময়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হলে সময়মত হাসপাতালে প্রেরণের মাধ্যমে

মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার জরুরী প্রসূতিসেবা কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

১. প্রাথমিক প্রসূতিসেবা (Obstetric First Aid)

২. মৌলিক প্রসূতিসেবা (Basic EOC)

৩. সমন্বিত প্রসূতিসেবা (Comprehensive EOC)

সরকার ইতোমধ্যেই ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক প্রসূতিসেবা, থানা পর্যায়ে মৌলিক প্রসূতিসেবা এবং জেলা পর্যায়ে সমন্বিত প্রসূতিসেবা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সংস্থা, যেমন UNFPA/UNICEF এসব কর্মসূচিতে সরকারকে সহযোগিতা দান করছে।

আইসিডিডিআর'বি-এর MCH-FP সম্প্রসারণ প্রকল্প (গ্রামীণ) ও বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিভাগের মীরসরাই থানা স্বাস্থ্য প্রকল্পে সমন্বিত প্রসূতিসেবা কর্মসূচিকে সফল করার এক পরীক্ষামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং আইসিডিডিআর'বি-এর যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির অধীনে মীরসরাই থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রসূতি বিভাগকে উন্নত করার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো: থানা হাসপাতালে প্রসূতির সংখ্যা বাড়ানো এবং জটিলতাপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রসূতিকে হাসপাতালে প্রেরণের মাধ্যমে তার দ্রুত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দীপ্তির অস্ত্রোপচারের দ্বারা সন্তান প্রসবের মাধ্যমে মীরসরাই থানায় সর্বপ্রথম সমন্বিত জরুরী প্রসূতিসেবা কর্মসূচির উদ্যোগ সফলতা অর্জন করেছে। থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রথম সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দীপ্তি সৃষ্টি করলো আরেক নতুন ইতিহাস; খুলে গেলো মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার মাধ্যমে মা ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর এক নতুন পথ। থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সমন্বিত জরুরী প্রসূতিসেবা কর্মসূচির দ্বারা মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। পর্যায়ক্রমে থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সমন্বিত প্রসূতিসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে তুলতে পারলে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

এইডস ও ধর্মীয় অনুশাসন

ডাঃ মহসীন আহমেদ

এইডস রোগকে 'ঘাতক ব্যাধি' বলা হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত এ-রোগের কার্যকর কোনো টিকা বা ওষুধ বের হয়নি। যেহেতু এইডস রোগ দেহের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, তাই এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিতেও অতিসহজে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এর মধ্যে যক্ষ্মা রোগ একটি। যেসব দেশে ইতোপূর্বে যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রিত বা প্রায় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিলো, সেসব দেশেও এইডস রোগীদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ দেখা দিয়েছে। এইডস রোগের বিস্তৃতি ব্যাপক। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে এ-রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের বাংলাদেশেও এইডস রোগে আক্রান্ত রোগী আছে।

এই ঘাতক ব্যাধি এইডস প্রতিরোধযোগ্য একটি রোগ অর্থাৎ যেসব কারণে এ-রোগ ছড়িয়ে থাকে, একজন ব্যক্তি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা তা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। আমরা জানি, এইডস রোগ সংক্রমণ বা ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম হচ্ছে যৌন সম্পর্ক। এইডস রোগে আক্রান্ত পুরুষদের বীর্য এবং নারীর যোনি-নিঃসরণে এ-রোগের ভাইরাস থাকে । যৌনমিলনের ফলে এ-ভাইরাস যৌনাঙ্গের মাধ্যমে তার সুস্থ সঙ্গীর দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এপর্যন্ত পাওয়া তথ্যাদিতে দেখা যায়, যারা অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচারে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে এইডস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি।

অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচার বলতে প্রথমেই যা বুঝায় তা হলো: একাধিক সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা। যৌনসঙ্গীদের মধ্যে যেকোনো একজনের এইডস রোগ থাকলে অপরজন আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। আবার, পৃথিবীর সর্বত্র এবং আমাদের সমাজেও অস্বাভাবিক যৌনাচার বিদ্যমান। পায়ুমেহন (Anal sex) ও পশুমেহন (Beastality) ইত্যাদি অস্বাভাবিক যৌনাচার। সমকামীদের মধ্যেও এইডস রোগ বিদ্যমান। যৌনক্রিয়ার সময় পায়ুপথ ছিঁড়ে গিয়ে বা পুরুষাঙ্গের চামড়া ছিলে যাবার ফলে একজন থেকে অপরজনের মধ্যে এইডস সংক্রামিত হয়ে থাকে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং নগরায়নের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচারের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে, ধর্ম এবং পুরাতন মূল্যবোধ ধসে পড়েছে। পারিবারিক শিক্ষা ও বন্ধন হয়েছে শিথিল। বাড়ছে পতিতালয়। বৈচিত্র্যের প্রতি মানুষের আকাঙ্খা এতই বেড়েছে যে, আজ পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে দুইজন পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ককে রাষ্ট্রীয়ভাবে মেনে নেয়া হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচারের ফলে এইডস রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমরা জানি, যৌন ইচ্ছা বা আকাঙ্খাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে এই সর্বনাশা রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। যৌন ইচ্ছা বা আকাঙ্খা অত্যন্ত প্রবল হলেও একে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দৃঢ় মনোবলের প্রয়োজন। ধর্মীয় অনুশাসন একজন ব্যক্তিকে এ-মনোবল যোগাতে সাহায্য করে।

এই নিবন্ধে ইসলাম, সনাতন এবং খৃষ্টান ধর্মের কতিপয় অনুশাসনের উদ্বৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

ক. পরিচ্ছন্ন যৌন জীবনের আহ্বান

১. 'মোমেনদের বল, তারা যেন তাদের নজর সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের সংরক্ষণ করে; এটা তাদের জন্য মঙ্গল .....' (ছুরা নুর, ৩০ আয়াত: আল-কোরআন)

২. 'অতএব হে অর্জুন! তুমি সকলের আগেই ইন্দ্রিয় দমন করিয়া এই দুষ্ট কামকে নষ্ট কর। কারণ, এই কাম মানবের জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেয়।' (তৃতীয় অধ্যায়, কর্মযোগ ৪১: ভগবদ্গীতা)

৩. 'স্বামীরা, তোমরা আপন-আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন ....' (ইফিষীয়, ৫:২৫ বাইবেল)

উপরের তিনটি উদ্ধৃতিতে আমরা লক্ষ করি ধর্মীয় অনুশাসনে নিজেদেরকে সম্বরণ করার জন্য তাগাদা দেয়া হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত বা সীমিত যৌন সম্পর্ক মঙ্গলময়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সহায়ক ও প্রেমময়।

খ. অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্কের বিষয়ে নিরুৎসাহিতকরণ

১. 'তোমরা কামতৃপ্তি পূরণে নারীদের ছাড়িয়া পুরুষদের কাছে যাও; আদপে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী কওম'..... (ছুরা আ'রা-ফ., ৮১ আয়াত: আল-কোরআন)

২. 'যাহারা অসুর স্বভাবের ..... মরণকাল অবধি ইহারা কাম চিন্তায় ডুবিয়া থাকে। ইহারা কাম ভোগকেই সার বস্তু ভাবিয়া থাকে। .....' (ষোড়শ অধ্যায়, দৈবাসূর সম্পদ বিভাগযোগ ১১-১২:, ভগবদ্গীতা)

৩. 'স্ত্রীর ন্যায় পুরুষদের সহিত সংসর্গ করিও না, তাহা ঘৃণার্হ কর্ম। আর তুমি কোনো পশুর সহিত শয়ন করিয়া আপনাকে অশুচি করিও না .....' (লেবীয় ১৮: ২২-২৩:, বাইবেল)

উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় প্রতিটি ধর্মই অস্বাভাবিক ও অপরিমিত যৌনাচারকে নিরুৎসাহিত করেছে।

গ. পরিচ্ছন্ন জীবনে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি

১. 'আল্লাহ ভালবাসেন পবিত্র লোকদিগকে': (ছুরা তাওবাহ, ১০৮ আয়াত:, আল-কোরআন)

২. 'হে অর্জুন! কাম-ক্রোধ-লোভ এই তিনটিই হয় নরকের দ্বারা। ইহা হইতে যিনি মুক্ত, ... তিনি পরমাগতি পাইয়া থাকেন' (ষোড়ষ অধ্যায়, দৈবাসূর সম্পদ বিভাগযোগ:, ভগবদ্গীতা)

৩. 'যদি আমরা পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদিগেতে থাকেন, এবং তাঁহার প্রেম আমাদিগতে সিদ্ধ হয়। (১ যোহন ৪:১২:, বাইবেল)

এখানে লক্ষ করা যায়, পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে প্রতিটি ধর্মেই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, আমরা যদি ধর্মীয় অনুশাসনকে মেনে চলতে পারি তাহলে প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানকেই মান্য করা হয়। আজকের এই ব্যস্ততম জীবনের নানা কোলাহলের মাঝে এখনো ধর্মীয় অনুশাসনগুলো অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু খুবই ফলদায়ক। আমরা আমাদের নিজের ও পরিবারের সদস্যদের এ-অনুশাসনগুলো মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে এইডসসহ বর্তমান যুগের নানাবিধ মানসিক ও দৈহিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারি।

স্বাস্থ্য কুইজ-১৮

১. শিশুর পাতলা পায়খানা হলে কখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর সাহায্য নিতে হবে? আটটি লক্ষণ উল্লেখ করুন।

২. গর্ভকালীন সময়ে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়া কেন অধিকতর মারাত্মক?

৩. গর্ভবতী মহিলার কোন ৫টি বিপদজনক লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে চিকিৎসা প্রয়োজন?

৪. মাতৃমৃত্যুর হার বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার কত?

৫. গর্ভনিরোধক পদ্ধতির হার বলতে কি বোঝায়?

(উত্তর আমাদের কাছে ১০ মার্চ ১৯৯৭ তারিখের আগেই পৌছাতে হবে)

স্বাস্থ্য কুইজ-১৭ এর উত্তর

১. ১৬ এপ্রিল ও ১৬ মে ১৯৯৬ জাতীয় টিকা দিবসের উদ্দেশ্য ছিলো ২ হাজার সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে পোলিও রোগ নির্মুল করা। ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এপর্যন্ত বিশ্বের ১৪৫টি দেশ পোলিও রোগমুক্ত হয়েছে।

২. UNDP বাংলাদেশে এইডস্ কর্মসূচির সমন্বয়কারী। ৬টি সংস্থা এর সদস্য।

৩. বাংলাদেশে ৩০ জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত ৪৮ জন HIV-পজিটিভ রোগী সনাক্ত হয়েছে।

৪. প্রসবোত্তর কালে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর "হ্যাঁ" হলে নিকটস্থ হাসপাতাল বা প্যারামেডিকের কাছে প্রেরণ করতে হবে:

মায়ের

— প্রসবোত্তর মা তিনদিনের বেশি সময় জ্বরে ভুগছেন কি না?

— শিশুর জন্মের পর অতিরিক্ত রক্তপাত হচ্ছে কি না?

— তলপেটে বা মাথায় প্রচন্ড ব্যথা আছে কি না?

— যোনিদ্বার দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত বা পুঁজ-মিশ্রিত স্রাব বের হয় কি না?

শিশুর

— নাভি থেকে পুঁজ বা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে কি না?

— দু'দিনের বেশি জ্বর আছে কি না?

— প্রতিবার খাওয়ার পর বমি করে কি না?

— বুকের দুধ চুষে খেতে পারছে কি না?

৫. শিশুর ৫ মাস বয়স হতে মায়ের বুকের দুধ ছাড়াও অন্যান্য খাবার খেতে দেয়া উচিত।

(স্বাস্থ্য কুইজ-১৭-এর সবকটি সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেন নি)

সিফিলিস ও গণোরিয়া

ডাঃ কানিজ গাওসিয়া

সিফিলিস ও গণোরিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনার আগে যৌনরোগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও ইতিহাস এবং রোগের গুরুত্বের ওপর কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন।

যৌনরোগ বলতে একটি বিশেষ শ্রেণীর সংক্রামক রোগকে বুঝায় — যা সাধারণত প্রজননতন্ত্রকে সংক্রামিত করে এবং মূলত যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে তা ঘটে থাকে। তাই বৃহত্তর পরিসরে একে আচরণগত (Behavioural) রোগও বলা হয়ে থাকে। এ–রোগগুলো ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাস ও নানাবিধ জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়।

বিগত দুই দশকে যৌনরোগের ক্ষেত্রে একটা নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। আগে যাকে ভেনেরাল ডিজিজ বলা হতো, বর্তমানে তার যৌনরোগ (Sexually Transmitted Disease) নামকরণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে যৌনরোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে লেখচিত্র (Flow chart) অনুসরণ করে লক্ষণ ও উপসর্গ দেখে চিকিৎসা করার ওপর (Syndromic management) বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে–যা সুচিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা যায়। সাম্প্রতিক কালে আবিস্কৃত রোগসমূহকে দ্বিতীয় প্রজন্মের যৌনরোগ বলা হয়–ঘাতক ব্যাধি এইডস যার অন্যতম। প্রাচীন কাল থেকে যৌনরোগ বিদ্যমান থাকলেও এর চিকিৎসা ও গণসচেতনতায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে। মরণব্যাধি এইডস–এর মহামারী এবং হেপাটাইটিস বি–এর মাত্রাতিরিক্ত প্রাদুর্ভাবে জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত। মূলত এইডস রোগ এবং হেপাটাইটিস বি অনেকাংশে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। তাছাড়া সাম্প্রতিক কালে কিছু কিছু যৌনরোগ, বিশেষ করে গনোরিয়ার ক্ষেত্রে পেনিসিলিনজাতীয় এন্টিবায়োটিক ক্ষেত্রবিশেষে অকার্যকর বিধায় এর চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে।

সিফিলিস

২৫০ বছর আগে ইউরোপে এ–রোগ সম্মন্ধে জানা গেলেও এর জীবাণু আবিস্কৃত হয় ১৯০৫ সালে। জীবাণুটির নাম হচ্ছে ট্রেপোনেমা প্যালিডাম।

রোগের বিস্তার

সাধারণত ২০ থেকে ২৪ বছরের পুরুষ ও মহিলার সিফিলিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত এ–রোগের বিস্তার সম্পর্কিত কোনো ব্যাপক সমীক্ষা চালানো হয়নি। তবে এ–রোগের প্রকোপ জানার জন্য ২–১টি বেসরকারি সংস্থা অল্প কিছু মহিলার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে জানায় যে, আমাদের দেশে শতকরা ১ ভাগ মহিলা এ–রোগে আক্রান্ত। সুসংবাদ হচ্ছে: সিফিলিস ও অন্যান্য যৌনরোগের বিস্তার জানার জন্য গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আইসিডিডিআর,বি–এর মতলব প্রজেক্ট মাঠ–পর্যায়ে একটি সমীক্ষা চালিয়ে আসছে।

কিভাবে ছড়ায়

* সংক্রামিত সঙ্গীর সঙ্গে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে (সহবাস ও অন্যান্য যৌনক্রিয়া
* সংক্রামিত রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে
* সংক্রামিত মা থেকে শিশুর মধ্যে গর্ভে থাকাকালীন বা জন্মের সময়

রোগের লক্ষণ

সাধারণত এ–রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় (১০ থেকে ৫০ দিন পর্যন্তও হতে পারে)। প্রাথমিক পর্যায়ে যখন সংক্রমণক্ষমতা বেশি থাকে তখন শুধুমাত্র যৌনাঙ্গে ব্যথাহীন ক্ষত বা ঘা দেখা দেয়, রানের গ্রন্থি (Lymphnode) ফুলে যায়, কিন্তু কোনো ব্যথা হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মহিলা রোগীরা এটা খেয়াল করতে পারেন না। চিকিৎসা না করালেও এই ঘা ২ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে

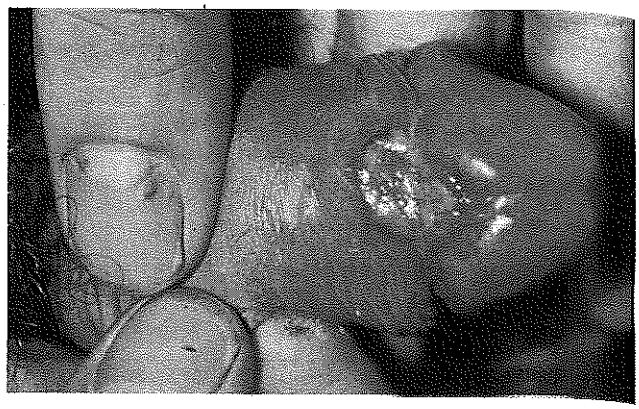

সিফিলিসের প্রথম পর্যায়

আপনা–আপনি শুকিয়ে যায়। আপাত দৃষ্টিতে ঘা ভাল হয়ে গেলেও চিকিৎসা না করালে রোগ প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে চলে যায়, অর্থাৎ সমগ্র শরীরে প্রভাব বিস্তার করে। শরীরের সমস্ত গ্রন্থি ফুলে যায়; বুকে, পিঠে, এমনকি সারা শরীরে গোলাপি/তাম্র বর্ণের ছোট ছোট ফুসকুড়ি (Skin rash) দেখা দেয়–যা হাত এবং পায়ের তালুতেও বিস্তৃত হয়, কিন্তু কোনো চুলকানি থাকে না। কয়েক মাস পর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিবর্তনসমূহ ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং চিকিৎসা না করালে রোগ তৃতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়, অর্থাৎ ২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে হৃদপিন্ড, মস্তিস্ক, চোখ ও অস্থি সংক্রামিত হয়ে পড়ে।

রোগের জটিলতা

প্রাথমিক পর্যায়ে সিফিলিস–এর সঠিক চিকিৎসা না হলে রোগ ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়ে জটিল আকার ধারণ করে। শেষ পর্যায়ে শরীরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেমন: হৃদপিন্ড, মস্তিস্ক, চোখ, লিভার, হাড় ইত্যাদিকে অকেজো করে ফেলে। ফলে সাধারণ জীবন ব্যাহত হয় এবং রোগী মৃত্যু বরণ করে। সিফিলিস–এ আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের মৃত সন্তান প্রসব ও গর্ভপাতের হার বেশি।

রোগ নির্ণয়

সাধারণত রোগের লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করা হয়। তবে ল্যাবরেটরিতে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেও সিফিলিস নির্ণয় করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে যৌনাঙ্গের ক্ষত থেকে নমুনা নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করে এ–রোগের জীবাণু সনাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা

রোগের পর্যায় বিবেচনা করে মাংসপেশীতে দীর্ঘমেয়াদী বেনজাথিন পেনিসিলিন ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করা হয় অথবা জলীয় প্রোকেইন পেনিসিলিন–জি দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। মাত্রা নিম্নরূপ:

ইঞ্জেকশন বেনজাথিন পেনিসিলিন ২৪ লাখ ইউনিট – উভয় রানের মাংসপেশীতে ১২ লাখ ইউনিট করে

অথবা

ইঞ্জেকশন প্রোকেইন পেনিসিলিন–জি – ১২ লাখ ইউনিট মাংসপেশীতে মোট ১০ দিন দিতে হবে।

পেনিসিলিনে স্পর্শকাতর পুরুষ এবং গর্ভবতী নয় এমন মহিলার ক্ষেত্রে:

টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল খাওয়াতে হয়: ৫০০ মি.গ্রা. ৬ ঘন্টা পরপর ১০ দিন

অথবা

ডকসিসাইক্লিন ১০০ মি.গ্রা. ১২ ঘন্টা পর পর ১৫ দিন

পেনিসিলিনে স্পর্শকাতর গর্ভবতী মহিলার জন্য:

এরিথ্রোমাইসিন ট্যাবলেট ৫০০ মি.গ্রা. ৬ ঘন্টা পরপর ১৫ দিন

গণোরিয়া

যৌনরোগের মধ্যে গণোরিয়া হচ্ছে সর্বাধিক বিস্তৃত ও বহুল পরিচিত রোগ। এ-রোগ নিসেরিয়া গণোরি নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্টি হয়।

রোগের ব্যাপকতা

আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যৌনরোগ কিছুটা গোপনীয় ও স্পর্শকাতর বিষয় বিধায় বেশিরভাগ রোগীই সনাক্ত হয় না। ফলে গণোরিয়া সম্পর্কে তথ্যের ব্যাপক অভাব রয়েছে। তবে ধারণা করা হয়, গণোরিয়ার ব্যাপকতা সিফিলিসের চেয়ে অনেক বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে ১৯৯০ সালে গণোরিয়ার রোগী ছিলো প্রায় ৩৫ মিলিয়ন। আমাদের দেশের একটি বেসরকারি সংস্থার হিসাব মতে মহিলাদের ক্ষেত্রে গণোরিয়ার হার শতকরা ৩.৮ ভাগ। বর্তমানে আইসিডিডিআর'বি-এর মতলব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মাঠ-পর্যায়ে ও ল্যাবরেটরিতে যৌনরোগের ওপর ব্যাপক-ভিত্তিক গবেষণা হচ্ছে। গবেষণা শেষে অচিরেই বাংলাদেশের যৌনরোগের ব্যাপকতা ও সংক্রমণের পদ্ধতিসহ এর কারণসমূহ সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়া যাবে।

গণোরিয়া কিভাবে ছড়ায়

— যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে
— প্রসবের সময় সংক্রামিত মা থেকে শিশুর মধ্যে

উপসর্গ ও লক্ষণ

পুরুষদের বেলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপসর্গযুক্ত হয়ে থাকে (প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ)। উপসর্গগুলো নিম্নরূপ:

- হলুদ পুঁজসদৃশ মূত্রনালীর স্রাব
- প্রস্রাব করার সময় জ্বালা ও ব্যথা
- বারবার প্রস্রাব করা: ক্ষেত্রবিশেষে জটিল অবস্থায় মূত্রনালী সরু হয়ে মূত্র বিভিন্ন ধারায় নির্গত হয় অথবা অনেক সময়ে বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়
- সমকামিতার বেলায় পায়ুপথ গণোরিয়া দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে এবং পায়ুপথে ব্যথা ও পুঁজ অথবা রক্তমিশ্রিত স্রাবের সৃষ্টি করে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ উপসর্গহীন থাকে। যাদের থাকে তাদের উপসর্গগুলো নিম্নরূপ:

- পর্যাপ্ত হলুদ পুঁজসদৃশ স্রাব জরায়ুর গ্রীবা থেকে নি:সৃত হয়
- বারবার প্রস্রাব হওয়া
- জটিল গণোরিয়ায় তলপেটে প্রদাহ (Pelvic inflammatory disease), তলপেটে ব্যথা, পেটে চাপ দিলে ব্যথা অথবা যৌন সংগমে ব্যথা, জরায়ুর সংশ্লিষ্ট অংশে চাকা-বাঁধা ও জ্বর এবং কখনো কখনো রক্তপাত।

অনেক সময় এসব উপসর্গ দেখা না গেলেও অন্যের দেহে সংক্রমণের ক্ষমতাসম্পন্ন বাহক (Carrier) হিসেবে থাকে।

শিশুদের ক্ষেত্রে গণোরিয়া রোগে আক্রান্ত মায়ের নবজাত শিশুর চোখ আক্রান্ত হতে পারে-যা চোখে পর্যাপ্ত পুঁজযুক্ত ময়লার সৃষ্টি করে এবং দ্রুত চিকিৎসা না করলে শিশুর দৃষ্টিশক্তি হারানোর সম্ভাবনা থাকে।

- নবজাত শিশুর শ্বাসনালী, পায়ুপথ ও রক্ত গণোরিয়ার জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে।

গণোরিয়ার জটিলতা

পুরুষ:

- মূত্রনালীতে সংক্রমণের ফলে নালী সরু হয়ে যেতে পারে (Stricture)
- প্রজননতন্ত্রে সংক্রমণের ফলে এর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং বন্ধ্যাত্বের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

মহিলা:

- প্রজননতন্ত্রে সংক্রমণের ফলে তলপেটে প্রদাহ হতে পারে-যা গর্ভধারণে ব্যত্যয় ঘটাতে পারে।
- স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে

শিশু:

- চোখ আক্রান্ত হয়ে অচিরেই অন্ধ হয়ে যেতে পারে
- নিউমোনিয়া হতে পারে
- গণোকক্কাস সেপসিস (Gonococcal Sepsis) হতে পারে

রোগ নির্ণয়

১. রোগের ইতিহাস, উপসর্গ ও লক্ষণের ওপর ভিত্তি করে রোগ নির্ণয় করা যায়।
২. আক্রান্ত স্থানের নমুনা বিশেষ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা যায়।
৩. আক্রান্ত স্থানের নমুনা কালচার (Culture) করলে গণোরিয়ার জীবাণু সনাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা

সাধারণ (Uncomplicated) গণোরিয়ায় : সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ট্যাবলেট ৫০০ মি.গ্রা. মাত্র ১ বার

অথবা

ইঞ্জেকশন সেফট্রায়াক্সন ২৫০ মি. গ্রা. মাংসপেশীতে মাত্র ১ বার

জটিল (Complicated) গনোরিয়ায় : ক্যাপসুল ডক্সিসাইক্লিন ১০০ মি. গ্রা. – ১টি ক্যাপসুল ১২ ঘন্টা পর পর ৭ দিন

অথবা

ক্যাপসুল টেট্রাসাইক্লিন ৫০০ মি. গ্রা. – ১টি ক্যাপসুল (যদি ২৫০ মি. গ্রাম.-এর ক্যাপসুল হয় তবে ২টি ক্যাপসুল) ৬ ঘন্টা পর পর ৭ দিন

গর্ভবতী মহিলা ও যারা ডক্সিসাইক্লিন এবং টেট্রাসাইক্লিনে স্পর্শকাতর তাদের জন্য:

এরিথ্রোমাইসিন ৫০০ মি. গ্রা. ট্যাবলেট – ১টি ট্যাবলেট (যদি ২৫০ মি. গ্রা. ট্যাবলেট হয় তবে ২টি ট্যাবলেট) ৬ ঘন্টা পর পর ৭ দিন

বিঃ দ্রঃ ডাক্তার দ্বারা সঠিক রোগ নির্ণয় না করে নিজে নিজে এসব ওষুধ গ্রহণ করবেন না।

যৌনরোগে আক্রান্ত সন্দেহভাজন রোগীর সঙ্গে আলোচনা

যৌনরোগে আক্রান্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন থাকে। তাই তাদের সঙ্গে রোগ নিয়ে আলাপ করার পূর্বে তাদেরকে কিছুটা সহজ করে নিতে হয়, যেমন:

* দেখা হওয়া মাত্রই অভিবাদন জানানো
* কুশল বিনিময় করা
* আশ্বস্ত করা
* গোপনীয়তা রক্ষা করা
* সহানুভূতি দেখানো
* রোগীর আস্থা অর্জন করা, ইত্যাদি

রোগ নির্ণয় করার জন্য রোগীর সম্পূর্ণ ইতিহাস জানা ও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ইতিহাস নেয়ার সময় পুরুষ ও মহিলা উভয় রোগীর ক্ষেত্রেই রোগীর যৌনাঙ্গে ঘা, চুলকানি, ফুসকুড়ি (rash), ব্যথা, ফোলা ও প্রস্রাবে জ্বালা-পোড়া সম্পর্কিত সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। পুরুষ রোগীর ক্ষেত্রে মূত্রনালীর নিঃসরণ এবং মহিলা রোগীর ক্ষেত্রে যোনিপথের অস্বাভাবিক নিঃসরণের তথ্য নিতে হবে। সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মাসিক ঋতুচক্র (মহিলার ক্ষেত্রে), গৃহীত জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, সাম্প্রতিক ঔষধ গ্রহণের তথ্য এবং যৌনজীবনের বিস্তারিত ইতিহাস নেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু বিভিন্ন প্রকার যৌনরোগ এক সঙ্গে একই ব্যক্তির থাকতে পারে তাই শারীরিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে ল্যাবরেটরির সুবিধা আছে সেখানে রোগীর যৌনরোগের ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

যৌনরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

যৌনরোগ প্রতিরোধের জন্য প্রথমে জানা প্রয়োজন এ-রোগ কিভাবে ছড়ায়। এ-রোগগুলো ছড়ানোর কারণসমূহের মধ্যে মৌলিক কারণটি হলো একজন

আক্রান্ত যৌনসংগী। এধরনের আক্রান্ত যৌনসঙ্গী প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক সময় নির্ভর করে জনসাধারণের স্থান পরিবর্তনের ওপর, যেমন: গ্রাম থেকে শহরে আসা, পর্যটন শিল্পের বিস্তার, ইত্যাদি। সামাজিক কারণসমূহ, যেমন: সমৃদ্ধি, নেশা, অবসর, উচ্ছৃংখল যৌন জীবন, পতিতালয়ে গমন। অজ্ঞতা অনেক সময় যৌনরোগে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। সব মানুষই এসব রোগে আক্রান্ত হতে পারে, তবে কিছু কিছু শ্রেণীর মানুষের এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে, যেমন:

- ১৮–৩৪ বৎসর বয়সের পুরুষ
- ১৬–২৪ বৎসর বয়সের মহিলা
- ভ্রমণকারী কিংবা বিদেশে কর্মরত
- দেহপসারিণী
- সেনাবাহিনীর লোক
- সমুদ্রগামী ব্যবসায়ী
- আতিথ্যদানকারী
- পোষাক শিল্পের শ্রমিক
- দুরপাল্লার (ট্রাক) চালক

যৌনরোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নিম্নোল্লিখিত নীতিমালা অনুসরণ করা বিশেষ প্রয়োজন:

- যৌনরোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করা, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে রোগমুক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- যৌনরোগীর চিকিৎসার সাথে সাথে তার যৌনসঙ্গীকেও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- যৌনরোগ সম্পর্কে নিম্নোক্ত জ্ঞান দান করা :

— ধর্মীয় অনুশাসন মেনে শুধুমাত্র আপনার সঙ্গীর সাথে যৌন সংগম করুন
— যৌনসঙ্গীর যেকোনো একজনের যৌনরোগ আছে সন্দেহ হলে অবশ্যই কনডম ব্যবহার করুন
— পতিতালয়ে যাবেন না এবং যাদের এ–অভ্যাস আছে তাদেরকে অভ্যাসটি ত্যাগ করতে হবে
— জীবাণুমুক্ত সুঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করুন এবং সম্ভব হলে ডিসপোজেবল (একবার ব্যবহার করে ফেলে দেয়া যায় এমন) সিরিঞ্জ ও সুঁচ ব্যবহার করুন
— রক্তের প্রয়োজন হলে জীবাণুমুক্ত রক্ত গ্রহণ করুন।
— বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ জনসাধারণের ওপর নিয়মিতভাবে শারীরিক পরীক্ষার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন।
— গর্ভকালীন সময়ে শারীরিক পরীক্ষার সময় রোগ–সংক্রান্ত রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন।

কনডম যৌনরোগ প্রতিরোধ করে এবং অনাকাঙ্খিত জন্ম রোধ করে

প্রাথমিক পর্যায়ে অনাকাঙ্খিত জন্ম রোধ করার জন্য কনডম ব্যবহার করা হতো, কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যৌনরোগ প্রতিরোধে কনডমের ব্যবহার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। থাইল্যান্ডের পতিতালয়ে ১৯৮৯ সালে যেখানে কনডমের ব্যবহার ছিলো শতকরা ১৪ ভাগ সেখানে ১৯৯৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে শতকরা ৯৪ ভাগ। পুরুষদের মধ্যে পাঁচটি মুখ্য যৌনরোগের হার কমেছে শতকরা ৭৯ ভাগ। ধারণা করা হয়, পতিতাদের সঙ্গে যৌনক্রিয়ার ফলে এইচআইভি সংক্রমণের হার কনডম ব্যবহারের কল্যাণে কিছুটা কমেছে। ১৯৮৯ সালে শতকরা ২.৬ ভাগ থেকে ১৯৯৩ সালে কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১.৬ ভাগে। যৌনরোগসমূহের কার্যকর প্রতিষেধক টিকা এখনও আবিস্কৃত হয়নি, কিন্তু বলা হয়ে থাকে: কনডম এইড্‌স প্রতিরোধ করার জন্য শতকরা ৯০ ভাগ কার্যকর। এইচআইভি'র প্রতিষেধক টিকার চেয়ে নিয়মিত কনডম ব্যবহার কোনো অংশেই কম কার্যকর নয়। যেহেতু যৌনক্রিয়ার ফলে গর্ভসঞ্চার ও এ–জাতীয় রোগের বিস্তার দুটোই ঘটে থাকে, তাই যৌনক্রিয়ার সময় নিয়মিত কনডম ব্যবহার করে অনাকাঙ্খিত জন্ম রোধ করুন এবং নিজেকে ও সমাজকে যৌনরোগ থেকে মুক্ত রাখুন।

জেনে রাখা ভালো

ডা: আবু ইউসুফ

যৌনরোগসমূহের সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ

সাধারণভাবে নিম্নোক্ত প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সবরকম যৌনব্যাধির জন্য প্রযোজ্য:

১. জনসধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে ও স্কুল স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে বিশেষ জোর দিয়ে এ–সত্যকে বুঝাতে হবে যে, যত্রতত্র যৌনসঙ্গম, ঔষধ নেশাখোরদের ঔষধ গ্রহণ, বিভিন্ন লোকের জন্য একই সুঁচ ও একই সিরিঞ্জ ব্যবহার এইচআইভি ও অন্যান্য যৌনব্যাধির সহজেই সংক্রমণ ঘটায়।

২. এইচআইভি–আক্রান্ত লোকের সাথে সব ধরনের যৌনসঙ্গম থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. অজানা–অচেনা লোকের সঙ্গে যৌনসঙ্গম কালে (বিশেষ করে যাদের সংস্পর্শে যৌনব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যেমন পতিতা ও কলগার্ল) কনডম ব্যবহার করা উচিত।

৪. সাধারণ স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ও যৌনস্বাস্থ্যের ওপর শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে। সিফিলিস ও অন্যান্য যৌনরোগসমূহের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করলে ঠিক সময়ে চিকিৎসার মাধ্যমে জন্মগত সিফিলিস প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৫. জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে, বিশেষ করে যাদের মধ্যে যৌনব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তাদেরকে ডাক্তার বা স্বাস্থ্য ও সমাজকর্মীদের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে যেন যত্রতত্র যৌনসঙ্গম, অবৈধ যৌনসঙ্গম, বিশেষ করে নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াত একেবারেই পরিহার করেন, কারণ নিষিদ্ধ পল্লীকে বিভিন্ন যৌনব্যাধির জীবাণুর সামাজিক আধার হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

৬. সত্বর রোগ নিরূপণ, চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ করার বন্দোবস্ত করতে হবে। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সমাজের সবাইকে যৌনব্যাধিসমূহের লক্ষণ ও কেমন করে এ–রোগ ছড়ায় সে সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে হবে।

৭. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সিফিলিস রোগীকে যথাযথভাবে অন্যান্য রোগীদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে রাখতে হবে।

৮. কিশোর–কিশোরীসহ জনগণকে স্বাস্থ্য জ্ঞান দেয়া প্রয়োজন যে, অবাধ যৌন সম্পর্ক ঝুঁকিপূর্ণ। একাধিক যৌনসঙ্গী, পতিতালয়ে গমন এবং বিকৃত যৌন সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে হবে। বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে কোনো ধরনের যৌন সম্পর্ক না থাকাই উত্তম।

উপরের ৮টি ব্যবস্থা ছাড়াও শুধু এইচআইভি'র জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে :

ক. সুঁচ এবং সিরিঞ্জ একবারের বেশি ব্যবহার করা সংগত নয়। রক্ত পরিসঞ্চালনের পূর্বে রক্তদানকারীর রক্ত যৌনব্যাধি বহন করছে কি না তা পরীক্ষা করা অতি জরুরী।

খ. বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

গ. সব সময়ই একবার ব্যবহারযোগ্য জীবাণুমুক্ত ইনজেকশনের সুঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ সেই সুঁচ–সিরিঞ্জ অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা যাবে না। সুঁচ নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে (প্লাস্টিকের ঢাকনিশুদ্ধ)। ব্যবহার–করা সুঁচ বাঁকাবার চেষ্টা করবেন না।

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক** ঃ ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক** ঃ এম. শামসুল ইসলাম খান;
সদস্য ঃ ইউসুফ হাসান, মুহম্মদ মুজিবর রহমান; ডাঃ মহসীন আহমেদ, ডাঃ খালেকুজ্জামান, ডাঃ অমল মিত্র ও শামীম আরা জাহান; **ডিজাইন** ঃ আসেম আনসারী; **প্রকাশক** ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর, বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৮৭১৭৫১–৬০; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০–২–৮৮৩১১৬; টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বি.জে

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ